উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম

ফেরদৌস নাহার

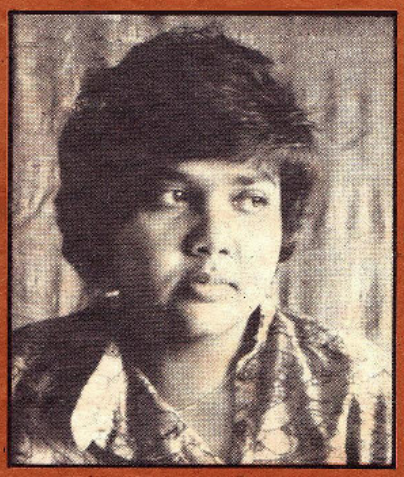

উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম

উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম

ফেরদৌস নাহার

সে একসময় গেছে,
যখন বাংলাদেশ রুখে উঠেছিল স্বৈরাচার শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে।
আমি তখন মিটিঙে, মিছিলে, শ্লোগানে, প্রতিবাদে সোচ্চার।
সেই দুঃসময় নিয়ে লেখা কবিতা দিয়ে প্রকাশিত এই বই এবং বইয়ের নামকরণ,
কবিতাগুলো সরাসরি রাজনৈতিক ভাবনা দিয়ে লেখা কবিতা দিয়ে সাজানো।
১ ও ২ ফেব্রুয়ারি টিএসসি'র মিলন মোহনাতে দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসব নিয়ে
ব্যস্ত থাকায় ১৯৮৮র একুশে বইমেলা ধরতে পারা গেল না।
অবশেষে ওই বছরই বৈশাখী বইমেলায় প্রকাশিত হলো বইটি।

নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা

উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম
ফেরদৌস নাহার

নসাস প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ

[গ্রন্থস্বত্ব]
ইয়াসমিন নাহার

প্রকাশনায়
নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা-এর পক্ষে
ইফতেখার রসুল জর্জ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ‘গ্রন্থ পল্লী’
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখী বইমেলা
বৈশাখ ১৩৯৫
এপ্রিল ১৯৮৮

মুদ্রক
বিকল্প প্রিন্টিং প্রেস
৯৯ হাজী ওসমান গনি রোড
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ইউসুফ হাসান

মূল্য
বিশ টাকা

উৎসর্গ

যে আমার রক্তকে বিশুদ্ধ করেছে
সেই স্বদেশকে
যে আমার হৃদয়কে সহিষ্ণু করেছে
সেই প্রেমকে...

ফেরদৌস নাহারের প্রকাশিত বই

কবিতা
ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৮৬)
সময় ভেঙ্গেছে সংশয় (নিখিল প্রকাশন যৌথ সংকলন ১৯৮৭)
উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম (নসাস ১৯৮৮)
দেহঘর রক্তপাখি (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৯৩)
সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো (বিশাকা ১৯৯৬)
বর্ষার দুয়েন্দে (শ্রাবণ প্রকাশনী ২০০১)
উদ্ধত আয়ু (অন্যপ্রকাশ ২০০৯)
বৃষ্টির কোনো বিদেশ নেই (ভাষাচিত্র ২০০৯)
পান করি জগৎ তরল (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০১০)

প্রবন্ধ
কবিতার নিজস্ব প্রহর (প্রত্ন ২০০২)

উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম □ ফেরদৌস নাহার

মানুষের পাঁচটি মুখ ০৭
বিসুভিয়াস সন্তান আমার ০৮
মিছিল ০৯
অজিত শত্রু ১১
একমাত্র আমার বসন্ত ১২
কারফিউর রাত ১৩
রক্তের অবশিষ্ট রোগ ১৪
আমি পৃথিবীর ১৫
ইতিকথা ১৬
মুগ্ধতা কেটে গেছে মোহ গেছে সরে ১৭
টলে উঠে স্বপ্ন-স্বদেশ ১৮
বাংলাদেশ রেগে গেছে ২০
জয়োস্তু ২১
আমার কবিতা ২২
২৩ ভণ্ড কমিউনিস্টের নষ্টামি
২৫ সিদ্ধান্ত
২৬ মাঝারি মাপের এই জীবন
২৭ জীবন গীতি
২৮ ঈশ্বরকে দিয়ে নয় মানুষই পারবে
৩০ বিপ্লব চিনি না আমি
৩১ শিরোনামহীন কবিতা
৩৩ নগ্ন করেছ কেবল
৩৪ ভূঁইফোড় বলছো কে, বলো
৩৫ দুঃস্বপ্ন
৩৬ স্বর্ণ স্বদেশ প্রিয় কনিষ্ঠ ভাই
৩৮ নশ্বর দুঃশাসন
৩৯ এসো, আগামীদিনের গল্প বলি এসো
৪০ আপনিই ঈশ্বর

মানুষের পাঁচটি মুখ

আমার জানা মতে মানুষের পাঁচটি মুখ
একটি খাদ্য গ্রহণের জন্যে
একটি মিথ্যে বলবার জন্যে
একটি চুম্বনের জন্যে
একটি হাসবার জন্যে- আর
একটি মুখ সত্যের জন্যে

আমি খুব সহজেই পাঁচটি মুখের
চারটিকে পেয়ে গেলাম,
প্রথমে কিছু খাবার এনে রাখতেই
খাদ্য গ্রহণের মুখটি আপনাতেই খুলে গেল।

আমি মানুষের ভাগ্য নিয়ে বিশ্ব-পরিক্রমা করলাম
আর অমনি মিথ্যে মুখটি মানুষের দুর্ভাগ্য,
পরিণাম, আশা-হতাশা, বর্ণবাদ
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অবিরাম মিথ্যে বলে গেল
রাজনীতিবিদেরা যে-ভাবে বলে থাকেন।

আমি একটি শিশু এবং একজন নারীকে উপস্থাপন করলাম
একটি মুখ পরম আহ্লাদে মুখ চুম্বন করল
শিশুকে প্রকাশ্যে এবং নারীকে অবশ্যই লুকিয়ে।

আমি জগৎ বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা
চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে এলাম
আর কী আশ্চর্য ওকে দেখা মাত্রই একটি মুখ
প্রচণ্ড হাসতে শুরু করল, মহাহাসির কিছু ঘটে গেছে
চার্লি চ্যাপলিন যেন লাফিং গ্যাস

এতকিছু করবার পরও আমি সত্যের মুখটি পেলাম না।
অবশেষে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই
কে যেন পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখল
এবং ফিস ফিস স্বরে বলে উঠল-
গনিকালটি কোনদিকে একটু দেখিয়ে দেবেন কি?
আমি সত্যের মুখটি পেয়ে গেলাম
পুঁতিগন্ধ মাখা সত্যের মুখটি এখন গনিকালয়ের দিকে ফেরানো।

বিসুভিয়াস সন্তান আমার

তার সমস্ত ভাষায় উপেক্ষা
তার সমস্ত কথায় আঘাত
মৃত্যু মৃত্যু বলে সে
আগুনের সাথে করে সহবাস।

বিসুভিয়াস সন্তান আমার
একবার জ্বলে ওঠ তুই
পৃথিবীর অপূর্ণ ধর্ম উৎসব যত
এইবার জ্বালিয়ে দিয়ে যা।

মানুষ ক্ষুধার্ত খুব
মানুষের লেজ গেছে পড়ে,
মুখপোড়া, পোড়ামুখ
লুকবার ব্যর্থ আয়োজন করে করে
মৃত্যুর গন্ধ মাখে গায়ে।

যুদ্ধের বাজারে এখন
পৃথিবীর সস্তা পোশাক
সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ফলক,
বেঁচে না বেঁচে এখন
যুদ্ধের তর্জমা করা
সবচেয়ে পছন্দের বিষয়।

বিসুভিয়াস সন্তান আমার
নাড়ি নক্ষত্রের মাপঝোঁক
শেষ হয়ে এসেছে এবার,
এইবার জ্বলে ওঠ
প্রাচীন শতাব্দীর মতো আরো একবার
নষ্ট পৃথিবীকে দে ঢেকে।

মিছিল

অন্ধকারের শর্ত হলো কিছুই দেখা যাবে না
কিন্তু চোখ তার গভীর প্রতিভায় দেখে ফেলে
ধীরে ধীরে অন্ধকারের বলয় ভেঙ্গে
প্রায়টুকুই দেখে ফেলে।
তারপরই শুরু হয় প্রলয়
সে আর মানতে পারে না-
ভেতর আর বাহিরের ব্যবধান
জীবনের অসংখ্য মিল-অমিল খেলা
অন্ধকার তার শর্ত নিয়ে বসে থাক চুপচাপ
কোনো কোনো চোখ তবু দেখে যাবে, কষ্ট পাবে
ভুলচুক হয়ে যাওয়া রীতিনীতির অসুস্থ ফসল।

এইমাত্র একটি মিছিল চলে গেল
এইমাত্র একঝাঁক শ্লোগান
তারপরই জলপাই কনভয়, ট্রাক
প্রদক্ষিণ করে গেল মিছিলের সামনে-পেছনে
ধীরে ধীরে জলপাই যন্ত্র চলে
মিছিলের তালে রেখে তাল-
মানুষ ছুটছে দেখ আপ্রাণ অন্ধকার সাঁতরে
বহুকাল হয়ে গেছে এভাবেই ছুটছে মানুষ
পথিবীর অসংখ্য রাজপথ প্রান্তরে!
কখনো বাদামি রঙের মানুষ
কখনো কালো রঙের মানুষ
কখনো শংকর মানুষ
হাঃ হাঃ
মানুষের ছুটছে, ছুটছে কেবল
পৃথিবীর নগ্ন প্রান্তর ধরে।

সমান্তরাল দুটি পথ
কোনকালেও বুঝি এক হবার নয়
একদল মিছিল করে,
আরেকদল সেদিকে করে তাক
অস্ত্রের খেলাধুলা মানুষের রক্ত-উৎসব
ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে
এশিয়া আফ্রিকার বুকের ভেতর!

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে
মানুষের এই ব্যবধান কী চরম মূল্যে হলো শেখা
তা যদি জানতে চাও তাহলে এসো
মিছিলে আরো একবার শ্লোগান দিয়ে উঠি
চিৎকারে ভরিয়ে দেই সুদৃশ্য নগরী,
আকণ্ঠ পানশালা, ভেঙ্গে ফেলি মুহ্যমান
অদ্ভুত ঘুমের মাঝে ডুবে থাকা প্রজন্মের
উদ্ধত বসতবাড়ি যত।

মিছিলের কোলাহল শুনে ভেব না
বিপ্লবের অর্থ গেছে বেড়ে
তাকে আরো ছোট করে আনো-
তারপর ভেতরে রাখ চোখ
এবার দেখ কতটা অন্ধকার গেছে ভেঙ্গে
কতটা ব্যবধান গেছে ঘুঁচে।
প্রত্যেকের ভেতরে আজ গড়ে উঠুক
এক একটি মিছিল-স্তবক
জলপাই কনভয় আর তাকে পারবে না ঠেকাতে
সে মিছিল হেঁটে যাবে ফলবান বিপ্লবের দিকে।

অজিত শত্রু

কে তোমার বামদিকে মারে ঘা
কে সে অজিত শত্রু
বন্ধুর বেশ ধরে মরণকে দেয় তুলে,
কে তোমার ওষ্ঠে করে দংশন
কে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর
প্রণয়ের রূপ ধরে বিষ দেয় ঢেলে!

এখন আর প্রেমের নক্সা নয়
রঙঢঙ হুটোপুটি সব থাক পড়ে
এখন খুঁজে বের ক'র
কে সেই ভীষণ মানুষ
যার জন্যে তুমি তটস্থ হয়ে আছো!

এখন আর কানে কানে নয়
সশব্দ চিৎকারে জানিয়ে দিয়ে যাও
ডাক দাও, স্তব্ধতা যাক ভেঙ্গে
অনাবৃত আহত হবার আগেই যেন
পেয়ে যাও প্রকৃত পরিচয়।

একমাত্র আমার বসন্ত

শুনেছ কি প্রথম স্বপ্নের প্রথম সংগীত।
হাজারো প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল এগিয়ে আসে
আমাকে এবার চিনে নাও-
আমি মিছিলের আগে।
যেভাবে শ্লোগান দিলে বুক কেঁপে ওঠে
যেভাবে গান গাইলে মন কেমন করে
আমি ঠিক সেভাবে খুব বেশি একাগ্রতায়
মিছিলের পুরোভাগে কথা ছুঁড়ে দিলাম
আর সেগুলো একসময় গান হয়ে
পৃথিবীর হৃদয়ে বিস্তার বাড়াল।

বয়সের কচিডালে পাখি বসে গায়
হুস হুস শব্দে কে তারে তাড়ায়
জ্বলজ্বলে রোদ- পুড়ে যায় তৃণভূমির মুখ
তৃষিত এ্যাশ গাছ মাথা দুলিয়ে
সেই রোদের বন্দনা গায়,
তার বুক ছায়াময়, তার বুক রোদ থেকে
যেন খুব দূরে।
কেশর ফুলিয়েছে যৌবন
এবার যৌবনের পালা
শঙ্খ বাজাও, বলো-
জয়ধ্বনি তোমাকে জয়তু যৌবন!

পাপড়ির জোড়া খুলে খরতপ্ত গ্রীষ্ম এখন
মিছিলে কোরাস শোনায়
প্রখর সূর্য গলে সবকিছু করছে একাকার,
রৌদ্রের মিছিল ভেঙ্গে এইবার এগিয়ে এলো
একমাত্র বসন্ত আমার ।

কারফিউর রাত

আমার চারপাশে নিস্তব্ধ রাতের দাঁতভাঙ্গা অন্ধকার
একটা করুণ কান্নার মতো বাতাস জানায় তার উপস্থিতি
এতটাই নিশ্চুপ যে মনে হয় প্রাচীন মিশরে আছি কিংবা
এই এক্ষুনি কথা হবে হোমারের সাথে।

আমার এই উপলব্ধি খান খান ভেঙ্গে যায়
রাজপথে ছিটন্ত ট্রাকের গতি,
পৌর-আলোর ক্ষীণ আভাস বাদে
আর সব অস্বচ্ছ ক্লান্ত লাগে.....
সারাটা শহরে কারফিউ!
অবরুদ্ধ রাজধানী, মানুষের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর
বাতাসে মিলিয়ে গিয়েও প্রতিধ্বনি তোলে,
আর সে চিৎকারকে চাপা দেবার জন্য
সেনা-ছাউনির পোষা প্রাণীগুলো
রাতভর দিগ্বিদিক ছুটে বেড়ায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে।

আমি এতকিছু কোনদিনই বুঝতে চাইনি
কোনদিন এতসব বুঝবার প্রয়োজনও হতো না
যদি না এমন করে রাতগুলো গম্ভীর হতো
যদি না দিনগুলো এরকম ভয়ানক হতো

আমি খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ি
কখনো মিছিলে, কখনো প্রতিবাদ, কখনো সভায়
কখনো সংগীত, কখনো নাটকে, কখনো কবিতায়

আমার চারপাশে নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকার
কি জবাব দেবে এইসব রাতগুলো ইতিহাসের কাছে?
মানুষের দেখা না পেয়ে চাঁদও গুটিয়ে নেয় জ্যোৎস্নার ফালি
উত্তেজিত টহল-গাড়ি এইমাত্র ছুটে গেল শূন্যতার দিকে
আর আমি এইমাত্রই আরো একবার দৃঢ় হয়ে উঠি।

রক্তের অবশিষ্ট রোগ

এই যুদ্ধ পরমায়ুর মতো
আমাদের আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা।
গোলক ধাঁধার মতো জীবন
ফুলহীন নির্লজ্জ অভিশপ্ত
কতটা জীবন বয়ে যাবে জানা নেই।
তবু যুদ্ধ-খরার যন্ত্রণা
তামাটে শিকলে বাঁধাদিন
মানুষের অনিঃশেষ শক্তি
অস্ত্র খেলায় নিঃশেষিত
এত ক্ষয় এত গ্লানি
তবু দু'হাত হয় না নত
অবিরাম মন্ত্র বলে
উদ্ধত অস্ত্র হাতে
মানুষই দেখ মানুষের পিছে লেগে আছে।

একটি ফুলের পরিবর্তে
একটি বুলেট
একটি চুম্বনের পরিবর্তে
একটি ছোবল
একটি প্রনয়ের পরিবর্তে
একটি হিংস্রতা
কেবলই পরিণাম, কেবলই নিয়তি।

এইযুদ্ধ নিয়ে যাবে শ্মশানঘাটের দিকে
গোরস্থান কিংবা বধ্যভূমিতে,
অরক্ষিত এই দেহ
নিরাপদ আশ্রয়ে অপূর্ণ
লোকমুখে প্রচলিত চিরগল্পের মতো
যুদ্ধ আজ হাটে-মাঠে বাজারে বন্দরে
বড়ো বেশি লোকপ্রিয়
রক্তের অবশিষ্ট রোগ।

আমি পৃথিবীর

রক্ত চেটে চেটে ক্ষতকে বাড়িয়ে দেয় যে পৃথিবী
আমি সেই পৃথিবীর
আমি পরিচিত হতে ভালোবাসি, প্রতারিত হতে নয়
আমি ভয়কে জয় করতে ভালোবাসি, ভয় দেখাতে নয়।

তবু আমারই দিকে অস্ত্র তাক করে
দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র প্রহরী
আদিখ্যেতা-ন্যাকা অক্ষম-নপুংশক
জাতে মাতাল- তালে ঠিক, ভয়ঙ্কর!
ওরাও পৃথিবীর
শুধু তফাত এটুকু
ওরা গান গাইতে জানে না
ওরা কবিতা লিখতে জানে না
ওরা ভালোবাসতে জানে না
ওরা অবিরাম ট্রিগারে তাক করে থাকে
সকাল-সন্ধ্যা, মাস-বছর-যুগ
তবু তফাত এটুকু
ওরা বাঁচিয়ে রাখলে আজও আমার বেঁচে থাকা
হা কপাল অক্ষমের এতই ক্ষমতা!

আমি পৃথিবীর আমি পৃথিবীর
নাম গোত্রহীন অনাদিকালের প্রিয় পৃথিবীর!

ইতিকথা

একটি মানুষ বিক্ষিপ্ত
একটি মানুষ সংক্ষিপ্ত
আমি এদের কোনটা নই, কোনটাই নই

একটি মানুষ উচ্চতর
একটি মানুষ স্বার্থপর- এখন
আমি এদের কিছুটা বৈ, কিছুটা বৈ।

ভুল বানানের মানুষ এখন পথে ঘাটে
সময় ছেড়ে অসময়ের পায়ে পায়ে
উর্ধ্বশ্বাসে আয়োজনের ফর্দ আঁকে
চকখড়ি নয় বলকলমের ঘাড়ে চেপে।

অভয় দিলে সত্যাসত্য ভাবতে পারি
কিংবা আরো একটুখানি জাগতে পারি
অভয় দিলে ভীষণ রকম ভাঙতে পারি
মানুষ-টানুস জন্তু-টন্তুর ইতিকথা।

মুগ্ধতা কেটে গেছে মোহ গেছে সরে

আমার জন্মের পর কেন মা নুন দিয়ে মারলি না আমায়?
তাহলে তো দেখতে হতো না খুনির মুখোশ আর মুখোশের জয়।
আমার হাত ভ'রে রক্তের সকরুণ ধারা, চোখ ভ'রে বিদায়ি অশ্রু
কেন মা মারলি না আমায় সেই আঁতুর ঘরে!

ক্ষুব্ধ জীবন আর জীবনের ভয়
পাশে-পিছে-সামনে তাড়িয়ে চলে
ফুটন্ত জলের মাঝে সিদ্ধ হয়ে যাই
সত্যেরা দিনরাত অমানুষের পায়ে পায়ে পিষ্ঠ হতে থাকে।
যে জীবন মানুষের সে জীবন পাই না কেন
কেন মা পাব না আমি সেই সুখ প্রিয়ভুক সাধের জীবন?
জন্মের দোহাই মা জন্ম যদি দিলি
কেন মা দিলি না তুলে সোনার চামুচ
একটু সুখের মুখ- অক্ষয় আরতি।

অথচ পেয়েছি ভুল, ভুলের মিছিল
মিছিলের চিৎকার আর বাজখাঁই চিল
ছোঁ মেরে নিয়ে গেল সত্য-কবজ
মন্ত্র তন্ত্র করে রেখে দিল মোহে

মুগ্ধতা কেটে গেছে মোহ গেছে সরে
যে নুন দিসনি মা আঁতুর ঘরে
সে নুনে ধরব এবার ওদের চেপে
কেড়ে নেব মিথ্যে জবান, জন্মের সাধ
পাপের খোলস ছিঁড়ে ফেলে দেবো ভণ্ড লেবাস

আঁতুর ঘরেতে যখন একবার পেয়েছি জীবন
সে-জীবন এইবার পুড়ে পুড়ে শানিয়ে নেব।

টলে উঠে স্বপ্ন-স্বদেশ

[১৯৮৭ আগস্টে প্লাবিত ভয়ঙ্কর বন্যাকে]

অনেক কিছুই ভেসে যায়
বিপুল জলের ঐকতানে ভেসে যায় সিংহাসন,
স্বদেশ
জীবনের উল্টোপিঠে মরণের বিধ্বস্ত আয়োজন
মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ উল্টালেই যেন চলে আসে,
অমর করে রাখবার জন্যে যতটা প্রয়োজন
তারও চেয়ে আরো বেশি অমরতা নিয়ে
ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখ ভেসে চলছে
কোথায় গিয়ে ঠাঁই পাবে জানে নেই
শুধুই অজানা এক ধু ধু জলস্রোত
থেকে থেকে গুমড়ে ওঠে স্বদেশের বুকে।

যে সময় মানুষের হাতের মুষ্ঠিতে ছিল
যে ফসল মানুষের ঘামের প্রকোষ্ঠে ছিল
যে সংসার মানুষের আত্মার গভীরে ছিল
সবকিছু নিয়ে আজ ভেসে যায় জল
জল নয় ইতিহাস-কন্যা এক কাঁদে অবিরল।

যুদ্ধা খরা মহামারি দুর্ভিক্ষ জলোচ্ছ্বাস প্লাবন
এ'দেশের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়
রাবণের পালের মতো বার বার এসেছে তারা
আর নিয়ে গেছে সাথে করে মানুষের স্তুপ
এখন ছোবলের বিষজল নেচে নেচে করছে দংশন
আপাদমস্তক!

মানুষের মিছিলে আজ মশালের পরিবর্তে
মানুষের হাড়
কী ভীষণ সংঘর্ষে জ্বলে জ্বলে ওঠে
সবুজ দেশের মানুষ দ্বীপবাসী হয়ে যায় নিমেষে
কোথাও সবুজ নেই জলের যন্ত্রনা কেঁদে মরে!
চোখ থেকে জল ঝরাতে এখন ভয়
- যদি জল যায় বেড়ে!
দেহ থেকে ঘাম ঝরাতে এখন ভয়
- যদি জল যায় বেড়ে!

বৃষ্টির দিকে চোখ তুলে তাকাতে এখন ভয়
- যদি জল যায় বেড়ে!

নদী আর আকাশের দিকে চেয়ে এ-স্বদেশ
এমন নির্বাক আর হয়নি কখনো।
প্রকৃতির প্রতিশোধ মানুষকে দিয়েছে গুঁড়িয়ে
মানুষের প্রতিশোধ প্রকৃতির চেয়ে নয় বড়ো
এই একটি কথা বোঝাতেই কি এ-ভীষণ
জল-আন্দোলন!

ভেসে যায় সিংহাসন, স্বপ্ন-স্বদেশ
টলমলে জলের দেশে সবাই টলছে ঘোর
মাতালের মতো
পরাজিত মানুষের দেশে প্রকৃতির প্রতিশোধ জানি
এ-ভাবেই বার বার আসবে ফিরে!

বাংলাদেশ রেগে গেছে

এতটা দম্ভ ভালো নয়
এতটা মিথ্যে ভালো নয় সেনাপতি
বাংলাদেশ ভীষণ রেগে গেছে
রাগলে এখন আর তাকে
আর দশজন রমণীর মতো রমণীয় দেখায় না।
এখন সে প্রচণ্ড ঘৃণায় বিষোদগার করে
এখন সে আহত ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত তুলে
মিছিলে শ্লোগান দিয়ে ওঠে।
তুমি তাকে রমণীয় থাকতে দিলে না
তুমি তাকে ভালো থাকতে দিলে না সেনপতি।

অথচ সে একসময় দারুণ নম্র স্বরে কথা বলতো
বাংলাদেশ, এই শব্দটি উচ্চারণেও তার লজ্জা জড়িয়ে থাকত,
আর এখন সে সংক্ষিপ্ত রেপার গায়ে
বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কেঁপে-
রাস্তা পার হয় রাগের মাথায়,
হন হন হেঁটে চলে, খিস্তিখেউর করে
তাকে এখন চেনাই যায় না, মনে হয়
তার বুকে বারুদ জমে আছে
এক্ষুনি বিস্ফারণে ফেটে পড়বে আদ্যোপান্ত!

তোমার কলঙ্ক এখন দিনের আলোর মতো প্রকাশিত
সেনাপতি তোমার উলঙ্গ দেহটাকে
এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে
বাংলাদেশ তোমাকে দেখে নেবে
প্রচণ্ড উল্লাসে তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়বে
অশ্লীল তোষামদ আর স্বার্থের মারপ্যাঁচে
তুমি অন্ধ হয়ে গেছ
তোমার এখন ঠিক কুঁজো বামুনের মতো লাগছে
আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নেই
বাংলাদেশ ভীষণ রেগে গেছে
বাংলাদেশ তোমার দেখে নেবে।

জয়োস্তু

তুমি জিতিয়ে দেবে আর আমি জিতব
এরকম কোন কল্যাণের প্রয়োজন নেই আমার
আমি তোমার সাথে চূড়ান্ত খেলব
তোমার সাথে প্রচণ্ড লড়ব, তারপর
যে পারে পারুক!

মনে রেখ এগুলো প্রতিশোধ নয়- প্রতিবাদ
মহৎ হবার কোন চেষ্টাই করব না, যদিও
প্রত্যেকের মাঝেই আছে মহান কিছু
আমি সে-সবের ব্যবহার করব না এখন।

জীবনকে একঘেঁয়ে বা মরা কুকুরের লাশ
ইত্যাদি মনে করার কোন অবকাশ রাখব না
যদি পারি তবে আকণ্ঠ বিষপানেও
বেঁচে থাকব, যতদিন বেঁচে থাকা যায়।

যে কোন খেলারই হারজিৎ থাকে, থাকবে
তবে বিজয়ী হাওয়াটাই প্রিয়তম সাধ
তার জন্যে চাই না কোন করুণার হাত
যদি জয়ী হই কিংবা পরাজিত
তবু শেষতক যুদ্ধ করে যাব।

আমার কবিতা

আমি যেমন কারো কারো দরজা থেকে ফিরে এসেছি
ঠিক তেমনি আমার কবিতারাও ফিরে যায়-
কোন কোন চরম সময়ে ফিরিয়ে দিয়েছি সব
মনে হয় ওরা আমার কবিতা নয়
ওরা আর কারো, অবাধ্য বেয়াদব
দেয়ালে মাথা ঠুকি- ওরা কারা!
সময়ের মোম গলে পাহাড় কী পিরামিড হয়,
বিশাল মাথার এক স্ফিংস এসে মাথা দোলায়
হো হো হেসে বলে- হা জা র ব ছ র.....

বুদ্ধদেবের মতো ধ্যানস্থ দরজারা আমাকে ফিরিয়েছে
আর আমার কবিতারা ফিরে যায় অস্থিরতা দেখে
গভীর এক বিচূর্ণতায় খণ্ড-বিখণ্ড আমি
বুদ্ধদেব নই।
কবিতার গাল টিপে লাল করে দেবো বলে
যতবার বাড়িয়েছি হাত, ততবার জেনেছি
সময়ের কাছে এসে আমার কবিতা এখন
সশস্ত্র হয়ে যেতে চায়!

ভণ্ড কমিউনিস্টের নষ্টামি

আমাকে তো আপনি চেনেন-ই
কি চিনতে পারছেন না আমাকে?
এইতো সেদিন আপনি খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়
চায়ের টেবিল চাপড়ে বলেছিলেন-
দেখবেন, বিপ্লব মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দেবো!
আমি হেসে ফেলতেই আপনি রাগ করে বলেছিলেন,
হাসবেন না, দেখবেন ঘটাবই।
আপনি যে একটা কিছু ঘটাবেন
সে আমি তখনই বুঝেছিলাম।
তারপর কত ঘাটের কত জল গড়িয়েছে
কত নদী মরে গেছে এদেশের সীমানায়
কত পাখি গান ভুলে ঝরে গেছে আমাদের আঙ্গিনায়
কে তার রেখেছে খবর!

এখন আপনার আনাগোনা
পুঁজিবাদী আর কোটিপতিদের আস্তানায়
আপনি এখন যেকোন নব্য পুঁজিপতির আদর্শ হতে পারেন
আপনার নিষ্ঠা এবং আপনার ত্যাগ বড়োই মহান।
একদা আপনি ধর্মীয় প্রসঙ্গ এলে
দারুণ এক বিতৃষ্ণা মিশ্রিত কণ্ঠে বলতেন,
যত্তসব অর্থহীন বিষয়-বস্তু..... আর তাই শুনে
মনে হতো আপনার মতো দু'একজনই হয়তো
যুগে যুগে ভেঙ্গে যাবে ধর্মের সুচতুর শৃঙ্খল
অহেতুক অনুশাসনের বেড়াজাল।
আর এখন আপনি যে কোনো মহা-উদ্যোগের আগে
মিলাদ মাহফিল ডাকেন, দান খায়ের কিংবা
কাঙালিভোজনসহ কোরানশরিফের পাঠ করান
এখন আপনার দারুণ প্রয়োজন গরীবের দোয়া।
আপনার বদান্যতার প্রশংসা করলে এমন ভাব করেন
যেন কত বিব্রত আপনি, মাথার সাদা টুপিটাকে
ঠিকমতো সম্মানই করতে পারছেন না, যেন
দ্বীন-দুনিয়া আর আখেরাতের চিন্তায় অস্থির আপনি।

এরপরও চিনতে পারছেন না আমাকে?
মনে পড়ে, কোন একদিন
রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন,
ওইসব বুর্জোয়া সঙ্গীত বন্ধ করে দেয়া উচিত

এতে বিপ্লবের দারুণ ক্ষতি হয়;
সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল
সঙ্গীতের চেয়ে এর স্রষ্টার প্রতিই বেশি আক্রোশ যেন।

আপনার কণ্ঠে সেদিন গোপন এক সাম্প্রদায়িকতার সুর
খেলা করেছিল, আপনি নিজে কি তা বুঝেছিলেন?
আর এখন আপনার স্ত্রী এবং কন্যা দুজনেই
রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিচ্ছে শহরের নামি ওস্তাদের কাছে।
আর কিছুদিন পর ওরা যদি এদেশের
নামজাদা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে হয়ে ওঠে
একটুও অবাক হব না আমি।
কারণ আপনার উদ্দেশ্য মহান কিছু একটা করবার,
আভিজাত্য প্রমাণে যে কোনো
আচারকে মেনে নিতে প্রস্তুত আপনি।

এই যে যাদের দেখছেন
এরা সবাই আপনাকে চেনে, অথচ
আপনিই এখন চিনতে পারছেন কেউকে
নাকি না চেনার ভান করছেন?

সিদ্ধান্ত

যে আলোর নাম ছিল ঊষাবতী
যে প্রেমের নাম ছিল অমরাবতী
তার দুচোখে এখন মৃত্যুর খেলা
কেউ তাকে চেনে না
শুধু আমি চিনি, আমি জানি
কেন ফুল ফোটে না এখন
কেন জল বিষাক্ত নীল হয়ে যায়।

আমার দেশ ছিল পূর্বদিকে
এখন আমি সমস্ত পৃথিবীর
আমার নাম ছিল নির্ধারিত কিছু
এখন আমি নির্দ্দিষ্ট মানুষ।
আমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই- কারণ
জন্মের আগেও আমি মানুষ ছিলাম
মৃত্যুর পরও আমি মানুষ রয়ে যাব

এখন যে আমাকে- আমাদের ভয় দেখাচ্ছে
তাকে কি আমরা ছেড়ে দেবো?

মাঝারি মাপের এই জীবন

মাঝারি মাপের এই জীবন
তারই মাঝে তুমি ঝিনুকের জোড়া খুলে
ভেনাসের মতো জন্ম নিলে।
কী যে সুখ, কী যে সুখ
বুকের বন্ধন কেটে হৃদয় উঠল জেগে
প্রথম রক্তের জেদ কথা কয়ে ওঠে।

মাঝারি মাপের এই জীবন
অগ্নিদগ্ধভূমি
প্রজ্জ্বলিত শিখার নিচে হাতাহাতি খেলা
অকস্মাৎ ধুলায় ধুসরিত অগ্নিবীনার তারে
সুর খেলে ওঠে।

মাঝারি মাপের এই জীবন
অর্থনীতির ঘায়ে যুক্তিরা চির-ব্যবহৃত
সমাজের ফাঁপা তলে অবারিত
সবকিছু গ্রাস করে শুধু বেঁচে থাকা,
ঝিনুকের জোড়া খুলে
যে হৃদয় উঠেছে জেগে
নীলবিষ অকাতরে তাকে গিলে ফেলে
মেপে মেপে ক্ষয় হয়
এই জেদ এই সুখ-ঘোর
মাঝারি মাপের এই জীবন
হচ্ছে বিক্রি খুব, নয় খুব হচ্ছে নিলাম।

জীবন গীতি

বহু কবিতা লিখেছি জীবনে ভালো-মন্দ
হয়েছে ভেতরে বহু ভাঙচুর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কেবল
মানুষের কথা লিখতে পারিনি মনের মতো
মানুষ আমায় মাফ করে দাও
শিশুর কবিতা লিখতে পারিনি
শিশুরা আমায় মাফ করে দাও
নারীর কবিতা লিখতে পারিনি
নারীরা আমায় মাফ করে দাও।

মাঠেতে হেঁটেছে খয়েরি কৃষাণ
ধামা ভভা ধান, লাউয়ের মাচান
কঠিন পেশির গ্রন্থিতে আঁকা লৌহবজ্র উল্কির টান,
সব ভেঙ্গে দিয়ে গোঁয়ার কৃষাণ
এদিক সেদিক জীবনের ডাক
শুনে শুনে যাক এ-পথ দিয়ে
জীবন কবিতা জীবনের কাছে
নতজানু হোক আর্শীবাদে।

মাফ করে দাও জীবন আমায়
এতদিন খুব ভুল বুঝেছি
তোমায় কেন যে ভাবিনি আপন
বিষয়বস্তু নির্বাচনে হয়েছি কেবল অযথা কৃপণ।
বৃক্ষ-লতা পাখির গানে
নদী ও ফুলের আহ্বানে
ভুলেছি জীবন কঠিন শিকল
জড়িয়ে রেখেছে পায়ে পায়ে।

এত কবিতা এত যে গান
সব ভুলে যাব- এই প্রমাণ
রেখে যাব শুধু নিজের কাছে-
আমার বুকে মানুষ আছে
কঠিন নম্র নারী আছে
কোমল শুভ্র শিশু আছে
সব আছে তবু- আমি নেই শুধু আমার মাঝে।

ঈশ্বরকে দিয়ে নয় মানুষই পারবে

এত সেই কথা
আগুন আর অঙ্গারের ইতিহাস
এত সেই মুখ
জ্বলে জ্বলে যে এখন ভাস্কর্য।
তামাটে মানুষ আর তার রেখাবলি
তামাম এখন মুখস্ত হয়ে গেছে,
জ্বলতে জ্বলতে সে এখন অনেকটা সর্বময় অব্যর্থ স্পর্শ।
তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দাঁড়িয়ে আছে
অলিম্পাসের জুপিটার,
মানুষকে মানুষের মতো লাগছে এখন
দেবত্ব ঐশ্বরিক আয়োজন সব ধুলিসাৎ করে দিয়ে
তামাটে মানুষ দেখ বেহেড নতজানু হতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত মুখজুড়ে নৃতত্ত্ব ইতিহাস
সুকঠিন দৃঢ়তায় শিকার সন্ধানী সব
শতাব্দীর কথা ঘোষণা করছে
কী ভীষণ শক্তিতে দুটি চোখ চেয়ে আছে অবিচল সত্যের দিকে।
মানুষের ঐতিহ্য সমস্ত পৃথিবীকে ছাড়িয়ে এখন
অনেক বড়ো হয়ে উঠছে,
সৌরশক্তিতে জ্বল জ্বল করছে তার চোখ
ঝলসানো পেশি আর লোহা পেটা কব্জি,
আর শৃঙ্খলিত করা যাবে না-
লোহার বেড়িতে সেই মানুষকে।
তামাটে মানুষ এখন নিজস্ব অবয়বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে
তার চোখ, তার চুল, তার দেহ-গড়ন, বেশভূষা
সবকিছু ব্যাখ্যাতীত ভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।
তামাটে মানুষের মন আছে বুকের ভেতর
প্রেম আছে মনের ভেতর
প্রেমের ওপারে আছে বিষণ্ন ব্যথা নির্মল শোকের ভেতর,
অতঃপর তামাটে মানুষ কোন ইতিহাস গড়ে
পাথর ভাঙ্গার শব্দে সে ইতিহাস বাতাসে ছড়ায়
পাথর আর ইস্পাতের কঠিন ঘর্ষণে আগুন জ্বলে ওঠে।
উদ্ধত চাহনি তার আপন ঐশ্বর্যে
একেবারে অন্যরকম দাবি ঘোষণা করে।
মানুষকে অহেতুক ভ্রান্ত পদচিহ্নে
ক্লান্ত করতে পারবে না কেউ।

বিপন্ন স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে থেমে যাওয়া চাকাগুলো
মানুষই ঘুরিয়ে দেবে- ঈশ্বর নয়।
ওদের কাঁধ বেয়ে রক্ত ঝরবে- ঝরুক
শরীর বেয়ে নেমে আসবে সরিসৃপ যন্ত্রণা- আসুক
বুক ফেটে যাবে শ্রম-চিৎকারে- ফাটুক
তবু মানুষ ঘষে ঘষে তুলে ফেলবে
পরাজয়ের ইতিহাস, ধ্বংসের চিহ্ন।

ভালোবাসায় আর কোন পরাজিত ইতিহাস থাকবে না
থাকতে পারে না
বেঁচে থাকায় আর কোন পরাজয়ের গ্লানি থাকবে না
থাকতে পারে না
মানুষের জন্য আর কোন পরাজয় থাকবে না
থাকতে পারে না
পৃথিবীর আকাশ জুড়ে প্রসন্ন আকাশ
ওই অলিম্পাস থেকে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে
সমস্ত অনন্ত দুহাতে চেপে
অবয়ব ঢেকে দেই আরাধ্য ফসলে
আঙ্গিনায় ছড়ানো যত অসাধ্য স্বপ্ন
সত্য করছে ওই তামাটে মানুষ।
মানুষ হাসছে দেখ মানুষের মতো
গৃহপালিত জন্তু কিংবা পাখি নয় সে
ইচ্ছার দাসত্বে আর সে হবে না বিদ্ধ
পিঞ্জরের রুদ্ধতায় ভুলতে হবে না উড়াল।

এত সেই সাধন
আজন্ম পুড়ে পুড়ে বিশুদ্ধ এখন
এত সেই বন্দনা
অপূর্ণ প্রার্থনার সমাপ্তির মতন।

বিপ্লব চিনি না আমি

বিপ্লব চিনি না আমি
সেকি ওই চৌমাথা রাস্তায় ডাবল-ডেকারের চিৎকার?
সারাদিন সোরগোলে মত্ত থেকে
চা'খানায় আড্ডা জমায় কিছু ভূতে পাওয়া শ্রেণিহীন মানুষ।
ওদের ঠোঁটে উড়ে সাম্প্রতিক বিশ্ব আর
যুদ্ধবাজ বন্দি ভবিষ্যৎ,
ল্যাংচানো যুক্তিতে তুড়ি মেরে
ওরাই মুহূর্তে বিপ্লবী নেতা বা কেউকেটা অন্যকিছু।
সারাজীবন যেতে যেতে দেখেছি
এমনই ঘামে ভেজা সংসদ
বাতাসে মিশে যাওয়া সংগ্রাম
নিরর্থক যুক্তির সংবিধান।
শ্লোগানে উঁচু করা হাতের দুর্বল মুঠি খুলে
ঝরে পড়েছে বিশ্বাসের আহত গোলাপ।

বিপ্লব চিনি না আমি
সেকি ওই গাও-গেরামের কলিমুদ্দি চাষির
শূন্য গোয়ালের হাহাকার
ফেনানো দুধের নিখোঁজ ওলান
ফসলের নির্বাসিত ঘ্রাণ, নবান্নের হারানো শীৎকার
প্রথম বিয়ানো বাছুরের মৃত লাশ!

বিপ্লব চিনি না আমি
রোজ তাই লাথি খাওয়া দেহে
জেগে জেগে ইতিহাস লিখি-
এদেশে চিরকাল গর্বিত শাসকের বেহায়া সিংহাসন
নাভিশ্বাস ভাওতা দিয়ে কেড়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিশ্বাস,
ক্লিন্ন হাতে কষে গেছে চাবুকের ঘৃণ্য পেচ্ছাব।
আমার সব ছিল, আমার কিছুই নেই
বিপ্লব চিনি না আমি
কাদাজলে মাখামাখি দুরন্ত বঞ্চনা সাথে
জরুরি আইন ভেঙ্গে জন্মান্তর সাক্ষী করে
আরো কিছু প্রতারণা দেখবার শক্তি আছে বলে
এখনো জ্বলছি পথে
আমি এদেশেরই সন্তান!

শিরোনামহীন কবিতা

এদেশের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি
হলে পরে লিখা হতো একটি সুন্দর স্বপ্ন
গড়ে ওঠা এবং গুঁড়ো হবার কথা।
এদেশের ইতিহাস পেশাদার নটের মতো
বার বার পোশাক বদলায়
বার বার মঞ্চের চারদিকে ঘুরে ঘুরে চেঁচায়।
এদেশের ইতিহাস চরিত্র বদল করে
চরিত্রহীনের মতো নির্লজ্জ হাসে।

তামাটে মানুষের এই অতিপ্রিয় দেশে
মানুষের চামড়া কেমন খসে খসে পড়ে
একটি জীবন যেন কোন স্মৃতি থাকে না বেঁচে
একটি দুঃস্বপ্ন কেবল আকণ্ঠ পান করে যাওয়া।

এখানে ঝড়ের আগে ঝড়কে প্রবোধ দেওয়া
এখানে বিপ্লবের নামে ভণ্ডামি করে যাওয়া
এখানে মানুষের দোহাই দিয়ে অমানুষ হয়ে ওঠা
খুব বেশি মাথা তুলে দাঁড়ায়।
চেনা মুখ সহসাই অচেনা হয়ে যায়,
বাতাসের বেগ বাড়ে- ভেসে আসে মিথ্যে খবর।

এদেশের জন্য আর কোনো শান্তি পুরস্কার নয়
অশান্তির স্বর্ণশিখরে এখন শকুন উড়ে
এদেশকে লক্ষ্য করে কেউ আর দিও না কোনো
স্বপ্ন উপহার, স্বপ্নেরা বিক্রি হয় রক্তের দামে।
মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় শেষ হয়ে
আজ শুধু হায়নার স্বভাব ওঠে বেড়ে।

এখন দিনের বেলা কেমন অন্ধকার লাগে
ন্যাংটো মানুষের মিছিল আর উলঙ্গ রাজা
সভা-পরিষদ নিয়ে জিকির করে,
সামনে পেছনে খুব অন্ধকার করে
উনিশ একাত্তুর আসছে ধেয়ে- অস্ত্র শানিয়ে ওঠে
ঝন ঝন শব্দ বাজে পুরাতন দামামা-হাসি
নতুন ইতিহাস কি তবে লেখা হবে?

পচা গলা মিথ্যের পরমায়ু নিয়ে
ইতিহাসের সুবোধ বালকটি দেখ ঘুমায়ে আছে
ওর নম্র কপালে ঠোঁট ছুঁয়ে জাগাও
জাগাও, যুবক ক'র
ওকে যুবক ক'রে তোল।
যে ইতিহাস ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়ে আছে
যে ইতিহাস নির্লজ্জের মতো হো হো হাসে
এদের দু'য়ের মাঝে যুদ্ধ লাগিয়ে দাও।

আরেকটি যুদ্ধ হলে নতুন ইতিহাস হবে লেখা
আরেকটি প্রলয় এলে প্রজন্ম শুদ্ধ হয়ে যাবে,
অশুদ্ধ বাতাসে আজ নিঃশ্বাস আটকে আসে

রৈ রৈ শব্দে মিথ্যের বাঁধ দাও ভেঙ্গে
ভেসে যাক ঘর বাড়ি, বিষয় আড়ত
এইবেলা ভরে উঠুক সত্য-সাহস
কতদিন হয়ে গেছে
এদেশ পায়নি কোনো সত্যের স্বাদ
নতুন ইতিহাস এসো
নতুন বসতবাড়ি গড়ে তুলি আজ।

নগ্ন করেছ কেবল

এখন পোশাকের নিচে নগ্নদেহ দেখ তুমি
উলঙ্গ দেহ কেমন হেঁটে যায় অচেনার মতো
খুঁড়তে খুঁড়তে দেহ
দেহের অতল তলে পেয়ে যাও দোষের সারি
চেনামুখ চিনে নিলে
অচিন বাতাস কেমন মেলে ধরে ক্ষয়িষ্ণু আঁখি।

ইদানিং মানুষ চিনে নিতে কষ্ট হয়
চেনা মুখ কিরকম অচেনার মতো লাগে
এত দোষ খুঁজে খুঁজে জানি গুণ হয়েছে মলিন
এখন কথার পিঠে বিষের হুল ফুটে
জ্বালা-পোড়া বাড়ায় কেবল।
মতের অমিল বড়ো দূরত্ব সৃষ্টি করে যায়
সহ্যের সীমা থেকে খুব ধীরে করছো বিদায়।

একদিন এইখানে সত্য ছিল
বিশ্বাসের মুখোশ ছিল দৃঢ়
কে যেন টান মেরে খুলে নিল
মুখোশের চেয়েও বেশি কিছু
রক্তক্ষরণ শুধু রক্তক্ষরণ চোখে-বুকে
যতটুকু ভুল ছিল তারও চেয়ে বেশি ভুল
দেখলে তুমি!
নগ্ন করে দিলে সকলের সামনে পণ্যের মতো
উলঙ্গ দেহ কেমন হেঁটে গেল ভিড়ের মাঝে
হো হো হা হা শীৎকার মাতামাতি উঠল বেড়ে
পোশাকের নিচে এখন অচিন দেহ তার
দাপাদাপি করে
খুঁড়তে খুঁড়তে দেহ এখন পাচ্ছো কেবল
বিষের হাঁড়ি।

ভূঁইফোড় বলছো কে, বলো

ফোঁড়ন কাটছো নাতো ভূঁইফোড় ভূঁইফোড় বলে!
আমি খুব শক্তমাটির শিশু
দুধ ছাড়া বেড়ে উঠা শাবক।

যেখানে জন্ম আমার সেখান থেকে
মক্কা, জেরুজালেম, হরিদ্বার
খুব দূর নয়
ওখানকার বাতাস-আলো
এখনেই পেয়ে গেছি আমি।

আমার দুইটি হাতে আজন্মের অন্তিমলীলা
বার বার খেলা করেও মৃত্যুকে এড়িয়ে গেছে
আমার শক্তির কাছে মহাদেশ নতজানু দেখ
আমাকে কে ভূঁইফোড় বলছো, বলো?

তামাটে রোদের দেশে কঠিন মানুষ থাকে
কেউ তাকে পারে না ঠেকাতে
আমার জন্ম সেই রোদের ঝাঁজে
আমাকে যে ছুঁয়ে দেখে
সে কেমন পুড়ে যায় ত্রাসে!

ভূঁইফোড় বলছো যে- তাকে
এইবেলা শুষে নেই প্রচণ্ড রৌদ্রের দাহে!

দুঃস্বপ্ন

আমার স্বপ্নের প্রয়োজন নেই
আমার জাগরণের প্রয়োজন নেই
আমি বেঁচে আছি মিথ্যে বাঁচা নিয়ে
এই সত্য হোক, এই সত্য হোক।

কতদিন হয়ে গেছে
সমগ্র পৃথিবীটা টলছে
কার পাপে, কত ভাবে কে জানে!
অথচ করিনি ভয়
জেগেছি অনেক রাত
অপেক্ষা প্রতীক্ষার সঙ্গী হয়ে,
স্বপ্নের অপচয় অসংখ্য প্রহরে
হইনি যে বদ্ধ-উন্মাদ এটাই বেশি,
কোটি বছর ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
পৃথিবীর পরমায়ু ফিকে হয়ে আসে
পৃথিবী যেন কারো পালিত কিছু।

আমার স্বপ্নের মাঝে আজ আর
এমন পৃথিবী নেই
যাকে ঘিরে নৃত্য করা চলে
যাকে দেখে বলা যায়, অভিবাদন!
অভিবাদন গ্রহণ করুন
হে প্রাচীন পৃথিবীর পৃথিবী।

আমার স্বপ্নের মাঝে
শর্তহীন নিঃস্ব সময়
নিঃশর্ত দুঃস্বপ্নে বেড়ে ওঠে।

স্বর্ণ স্বদেশ প্রিয় কনিষ্ঠ ভাই

খুব ভোরবেলা আমার কনিষ্ঠ ভাইকে
বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হলো,
ওর দু'চোখের কোন বেয়ে শিশির ঝরেছিল কিনা
কোনদিন জানব না,
সেদিনের সেই ভোর.....

আমার মা বলতেন- সন্তানেরা সবচেয়ে প্রিয়
আর আমরা বলতাম- মা!

আমি উনিশ একাত্তুরের দিনগুলো মনে করতে পারি
স্মৃতির সুউচ্চ স্বর্ণশিখরে এখন শকুনের হামলা
আমি মনে করতে পারি একাত্তুরের দিনগুলোকে।

আমার ভাই, যে আমার বন্ধুর মতো
যার হাতে ছিল বিরুদ্ধ স্রোতের পতাকা
যার কণ্ঠে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান
আমি তাকে হারিয়েছি
আসলে হারিয়েছি কিনা
এখন আর মনে করতে পারি না।

ছোটভাই, একবার এসে দেখে যা
তোর স্বপ্নের সোনালি স্বদেশে
কোন জুজুবুড়ির শাপিত নিঃশ্বাস
ছারখার করে যায় সাজানো সংসার
কার হাতে ঘুরে মরে সত্যের চাকা
কার পায়ে পিষে যায় মানুষের আত্মা
বিশ্ববেহায়ার রূপ ধরে
কে এখন ধর্মকে অস্ত্র করে তোলে
কার ছায়ায় বেড়ে ওঠে একাত্তুরের ঘাতক
কার পাপে দীর্ঘ হয় বিপ্লবের পথ
একবার দেখে যারে ভাই...।

আজন্মের বিশ্বাস নিয়ে
পথে পথে খুঁজে মরি সোনামুখী ভাই

আমি জানি,
এদেশের ঘরে ঘরে আজও জন্ম নেয়
সাহসী ভাই এবং মায়াবতী বোন
আজও ডাক দিলে ছুটে আসে তারা
একসাথে তুলে নেয় সময়ের অস্ত্র
ঢেলে দেয় রক্তের সুচারু ধারা.....

আমার যে ভাই গেছে স্বাধীনতার পথে হেঁটে হেঁটে
যার বুক ফেটে গেছে বেয়নেটের খোঁচায়
তার মতো কে আছো বলো আজ
যাকে দেখে সিংহ-পুরুষ বলে ডাক দিতে পারি!

আমার মা বলতেন- সন্তানেরা সবচাইতে প্রিয়
আর আমরা বলি- স্বদেশ!

নশ্বর দুঃশাসন

এখনো কিছু অভিযোগ আছে
যা দেইনি জমা হৃদয়ের কাছে
অহংকারী বন্ধুরা ফিরে এসো সাম্যের পাশে।
বারুদের গন্ধ আসে ষড়যন্ত্রের সীমানা হতে
সংসার ভেসে যায় জলপাই অভ্যুত্থানের মাঝে
মেহনতি মানুষের রক্ত হয় শোষক রমণীর আলতা।
শ্রমিকের অন্ধদৃষ্টি কিছুই দেখে না, শুধু
শূন্যতায় ছড়ায় তার পেশির শক্তি।

দম্ভের পাহাড় ভেঙ্গে গোপন পাণ্ডুলিপি
জ্বলে যায় দু'চোখের আগুনে,
ড্রইংরুমে ঘটিয়ে দেবে বুঝি
পৃথিবীর তৃতীয় শিল্প-বিপ্লব।
ব্যস্ত জেট-বিমান ঘুমের ভেতর
প্রচণ্ড শব্দ তুলে ছোটাছুটি করে
অপমৃত্যু ছাড়া ছোট্ট এ-জীবনে
কিইবা পাওয়ার আছে
বৃহৎ পৃথিবীর কিইবা এসেছে ফিরে এখানে?

জনতার কণ্ঠরোধ
জলোচ্ছ্বাসের মতো ভেঙ্গে আসে অস্ফুট গোঙানি
প্রতারণা ফিরে যাক আদিম কুয়াশায়
এসো, হাতে নিয়ে স্বপ্নের হাতিয়ার
সুস্বাস্থ্য কামনা করি এই পৃথিবীর
পূর্বদিকের শ্যামল ভূখণ্ডটির জন্যে।

এসো, আগামীদিনের গল্প বলি এসো

শূন্যতার মাঝে বেড়ে উঠার একধরণের
শক্তি আছে জেনো
এখন পৃথিবী সেই অপরিমেয় শক্তিতে
শূন্যতা অতিক্রম করছে।
স্বাধীন সত্ত্বার পাশাপাশি
দ্বিধা বিভক্ত একদল স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলে
এখনো তর্কে মাতোয়ারা।
এ-কেমন পৃথিবী বলো
অবাঞ্চিত জন্ম রোধ আছে
শুধু অবাঞ্চিত মৃত্যু রোধ নাই,
যারা যেখানে মানায় ভালো
সে কেবল বেমানান আসনে গিয়ে বসে
যার যেখানে থাকার কথা
তাকে কেবল ছুঁড়ে ফেলে দেয়া
কাংখিত মানুষেরা অপরিচিত হয়ে হয়ে যায়।
এ-কেমন পৃথিবী বলো
স্বাধীনতার শত্রুরা অবলীলায়
সময়ের টুটি চেপে
কী ভীষণ চাতুর্যে নিজেদের পঙ্কিলতা
ধুয়ে মুছে সাফ করে নেয়।
ধর্ম আর রাজধানীতির বিষাক্ত রঙ্গলীলায়
আফিম আর বিষ ঢেলে দেয়
বেজন্মার কারুকাজে শিল্পের মোহন ছাঁচে
পরোক্ষ ব্যবসা করে যায়
তাদের বেহায়া বুকে ছুরি মারার পরিবর্তে
নিজেই নিজের বুকে ছুরি মারি আজ
এ-কেমন জন্ম বলো
স্বদেশে আত্মা জুড়ে শয়তানের হলিখেলা
এইজন্মে দেখে যেতে হলো।
এ-কেমন পৃথিবী বলো
ভোর হবার আগেই দেখি
নতুন অন্ধকার তাকে গ্রাস করে নিল।

এসো, আগামীদিনের গল্প বলি এসো
দুধে ভাতে বেড়ে উঠার গল্প বলি এসো।

আপনিই ঈশ্বর

না আমাকে মানতেই হবে যে, আপনি
ইচ্ছে করলেই আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে
একেবারে শেষ নিঃশ্বাসে পরিণত করতে পারেন।
মিঃ রিগান, আমি মেনে নিলাম যে
আপনিই পৃথিবীর সর্বশক্তিমান জীবন্ত ঈশ্বর
আপনার এক অঙ্গুলি হেলনে
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাত্রি নামবে,
আর আপনি সামান্য কৃপা করে
উচ্ছিষ্ট হাসি ছুড়ে দিলে দিন আসবে।

এই আসবে আসবে করে করে কতদিন যে গেল,
মিঃ রিগান, ভিয়েতনামের যুদ্ধ গেল
দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃতের স্তুপ জমলো
আরব-ইস্রাইল দিন দিন মারমুখি হলো
কত শস্য সমুদ্রের গভীরে মাছেদের পুষ্টি জোগালো
অথচ পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ মরছে।
আর শুনছি-
আপনার দেশেও নাকি কেউ কেউ না খেয়ে থাকে
এ-কীরকম কথা মিঃ রিগান?
আপনার অস্ত্রাগারে অস্ত্রের পাহাড় গড়া হচ্ছে
পারমাণবিক বিস্ফোরকগুলো নিঃশব্দ বিস্ফোরণ বুকে
অপেক্ষায় আছে আপনার হুকুমের
যে-কোনদিন ওরা আপনার ঝাঁঝাল কণ্ঠের
চিৎকার শোনা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে
যুদ্ধবাজ বোমারু বিমান আর মরণাস্ত্রগুলো একসাথে
উল্লাস করবে, তারপর?
গলিত পৃথিবীর শবদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে
আপনি কি বলবেন, পৃথিবীর মানুষ যুদ্ধ চায় না
আমরা যুদ্ধ চাই না.....!

মিঃ রিগান, পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গেছে,
আপনার মানুষ। তবে আমরা কারা?
পিঠের চামড়া পুড়ে গেছে, আজও যাদের
চাঁদ দেখলে রুটির কথা মনে পড়ে যায়
সেই ক্ষুধার্ত বাদামি-কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ আমরা
বুকে হিঁচড়ে চলতে চলতে ধুলোয় মিশেছে অবয়ব।
চাঁদের আলোয় নগ্নরাতে বিশ্রাম নিতে পারি

ব্যাস, এটুকুই আমাদের অধিকার।
আপনি ঈশ্বর
আপনার দেবদূতেরা চাঁদে যাবে আর
আমরা অর্ধসভ্য মানুষেরা তাই শুনে
চোক্ষু স্থির করে একটা দমধরা নিঃশ্বাস ফেলব
এই তো নিয়ম।

অভ্যুত্থানের রক্তস্রোতে ভেসে গেছে আমাদের ভাগ্য
রক্ত গন্ধ আর নোনা স্বাদে আমরা এখন বুঝতে পারি
কোন পশু এলো আর আসবে...।
হোয়াইট হাউজের শ্বেতশুভ্র কক্ষে বসে
আপনি যখন হট-লাইনে তৃতীয় বিশ্বের কোনো
রগচটা রাষ্ট্র প্রধানকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেন
তখন কোন ঐশ্বরিক তৃপ্তি পেয়ে থাকেন
আমাকে কি একবার বলবেন?
আমার বড়ো সাধ ঠিক তেমনি করে
তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে
আপনার নতজানু হওয়া দেখি আমি।

মিঃ রিগান, আপনার দেশের শিশুরা
কোনদিনও শুনবে না নিকারাগুয়ার
সেইসব মৃত শিশুদের আর্তনাদ।
আপনার দেশের জনতা কোনদিনও জানবে না
ফিলিস্তিনীদের উৎকণ্ঠাময় ভয়ংকর জীবন-যাপন
তৃতীয় বিশ্বের শ্বাসরুদ্ধকর নিরাপত্তাহীনতা
নিরন্নের নিদ্রাহীন রাতের যন্ত্রণা।
ওরা বুঝবে না গাঢ় চামড়ার মানুষের বুকের মাঝেও
লুকিয়ে থাকে শুভ্র ভালোবাসা এবং লাল রক্তের ঈশ্বর!

এবার বলুন,
চিলির আলেন্দকে হত্যার সময় কি
আপনার দেশে রক্তবৃষ্টি ঝরেছিল,
নেরুদার লাশের গন্ধ কি ভেসে গিয়েছিল
উত্তর আমেরিকার বাতাসে?
চেগুয়েভারার দেহটা যেদিন লুটিয়ে পড়েছিল
বলিভিয়ার জঙ্গলে, ঝাঁক ঝাঁক গুলি কি সেদিন
ঝাঁজরা করে দেয়নি সভ্যতার শিশুটাকে?
ওই দেখুন একুইনোর হত্যাকারীরা হেঁটে বেড়াচ্ছে
বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা।
আপনাদের বড়ো আদরের নরপশুরা

মনুষ্যত্বের বড়াই করছেন দুহাতে অ্যাটোম নাচিয়ে
সভ্যতাকে কিনে নিচ্ছেন গনিকার মূল্যে,
আসলে মিঃ রিগান আপনারা বড়ো ভালো
ব্লেড আর ডেটলের ব্যবসা একসাথেই ফেঁদেছেন।

মিঃ রিগান আজ রাতে ঘুমাতে যাবার আগে
আপনার সবগুলো নিরাপত্তা প্রহরীকে
ভালো মতো সজাগ করে দিন।
আবারও বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে
এবার তৃতীয় বিশ্ব থেকে শুরু হবে
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!
আপনার অস্ত্রাগার লুট করে
ওই অস্ত্রগুলো আপনার বিরুদ্ধেই
হাতে তুলে নেবে নিঃসহায় মানুষেরা
প্রহরীদের ভালো করে জাগিয়ে দিন
অস্ত্রাগার লুট করবার সময় হয়ে গেছে
মিঃ রিগান বুকের উপর ক্রশ এঁকে নিন,
ঈশ্বর আপনি
আপনাকেই লক্ষ্য করবে সবার আগে!

xxxxxxxxxxxxxxx